যুগান্তর

তারিখ 29 MAR 2012
পৃ: ১৭ কলাম ২

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

৩০ কোটি টাকার টেন্ডার নিয়ে শিক্ষা ভবনে হাঙ্গামা

যুগান্তর রিপোর্ট~

প্রায় এক যুগ পর শিক্ষা ভবন থেকে বিতাড়িত হয়েছেন 'টেন্ডার শফিক'। ভবনটি নতুন করে দখলে নিয়েছে তারই অনুগত ক্যাডাররা। বুধবার দুপুরে নবপ্রতিষ্ঠিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

হাঙ্গামা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

হাঙ্গামা : শিক্ষা ভবনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টেন্ডার দখল নিয়ে মারামারির একপর্যায়ে তারই প্রতিষ্ঠিত বাহিনীর ভূনিয়র সদস্যরা অপরাপর গ্রুপকে সঙ্গে নিয়ে শফিককে মারধর করে ভবন থেকে বের করে দেয়। ওই ঘটনার পর থেকে শিক্ষা ভবনে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে টেন্ডার শফিক ওরফে শফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। আর শিক্ষা ভবনে অবস্থিত টেন্ডারদাতা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের (ইইডি) প্রধান প্রকৌশলী আবদুল্লাহিল আজাদ জানান, দাফতরিক কাজে তিনি ভবনের বাইরে থাকায় টেন্ডার নিয়ে কোন অঘটন ঘটেছে কিনা তা তিনি জানেন না। আর শফিককে বিতাড়নে নেতৃত্বদাতারা জানান, ১২ বছরের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে। তাদের ব্যবহার করে প্রকৃত ভাগ না দেয়ার কারণে তারা 'প্রতিবাদ' করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক হল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্প্রতি টেন্ডার ডাকা হয়। ৩০ কোটি টাকার সেই টেন্ডারের সিডিউল জমা দেয়ার শেষদিন ছিল বুধবার। এর অংশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনসহ আরও তিনটি কাজের টেন্ডার দেয়া হয়েছিল। টেন্ডার শফিকের অনুগতদের অভিযোগ, তাদের কোন ধরনের ভাগ না দিয়ে সেই কাজ তিনটি তাদের বস (শফিক) আনাম ট্রেডার্স, মাহফুজ খান ও মোদাসসের আলী মল্লিক নামের তিনটি ফার্মকে পাইয়ে দেয়। সূত্র জানায়, এক্ষেত্রে ওই প্রকল্পের পরিচালক প্রকৌশলী মজিবুর রহমান শফিকের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেন। নতুন করে তিনটি হলের টেন্ডার ডাকলে সেই তিনটি ফার্ম নিয়ে শফিক ফের মাঠে নামেন। কিন্তু ন্যায্য হিস্যা না পাওয়ায় শফিকের অনুগতরা বেঁকে বসেন। এ নিয়ে গত কয়েকদিন টানাপোড়েন চলছিল। টের পেয়ে শফিকের প্রতিপক্ষ গোপালগঞ্জ ও ঢাকা মহানগরকেন্দ্রিক গ্রুপগুলো শফিকের অনুগতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বুধবার টেন্ডার জমা দেয়া নিয়ে শফিকবিরোধী সম্মিলিত গ্রুপটি শিক্ষাভবনে পাহারা বসায়। সূত্র জানায়, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শফিক প্রথমে সম্মিলিত গ্রুপে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে। এরপর তার অনুগতদের টেন্ডার দাখিলের জন্য বলে। কেউই সাড়া না দেয়ায় শেষ পর্যন্ত শফিক নিজেই সেওনবাণিচাকেন্দ্রিক সন্ত্রাসী রাজুসহ ছাত্রদলের কিছু ক্যাডার নিয়ে ভবনে টেন্ডার দখিল করতে যান। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ভবনের ২য় ব্লকের ১ম তলায় টেন্ডার দাখিল করতে গেলে পাহারারতরা প্রথমে নিষেধ করে। একপর্যায়ে শফিকের সঙ্গে ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক নেতা মিলকানের ধাক্কাধাক্কি ও মারামারি হয়। এ সময় তার সঙ্গে থাকা ক্যাডারদের ধাওয়া দিয়ে বের করে দেয়া হয়। এ সময় রাজুকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে শফিকসহ তার সাঙ্গপাঙ্গদের ভবন থেকে বের করে দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুহসীন হল শাখার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত শফিকুল ইসলাম ওরফে টেন্ডার শফিক ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে শিক্ষা ভবন দখল করেন। সেদিন তার সঙ্গে ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মিজান, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মিজান, মুহসীন হলের সাবেক সভাপতি মাসুদ এবং সাবেক কেন্দ্রীয় আপ্যায়ন সম্পাদক কাওসার মোল্লা। এই চার বলিফার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান, মুহসীন হল ও বঙ্গবন্ধু হলের কিছু ভূনিয়র নেতাকর্মীসহ শফিক তার বাহিনী গড়ে তোলে। এর আগে আগারগাঁওয়ের ১৬ কোটি টাকার একটি টেন্ডার দখলকে কেন্দ্র করে শফিকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের এক সাংগঠনিক সম্পাদকের মনোমালিন্য দেখা দেয়। সেই ঘটনার রেশ ধরে গত বছরের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছিল। অভিযোগ পাওয়া গেছে, ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও কালো টাকার জোরে শফিক বিভিন্ন হলের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে আসছিল। এমনকি নতুন কমিটি গঠনের পরও মুহসীন হল ও বঙ্গবন্ধু হলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্র জানায়।